২২৭ বছর বিজিবি দিবস-২০২২
১৭৯৫-২০২২

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ খ্যাত ২২৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাহিনী ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)’ জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি’র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম এবং ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি’র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে ‘স্বাধীনতা পদক’ এ ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। বিজিবি’কে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১২ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর আহ্বানে এবং নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর থেকে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইপিআরের বাঙালি সদস্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফসহ এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য আত্মোৎসর্গ করে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (তৎকালীন বিডিআর) ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে অধিকতর সুসংগঠিত, চৌকস, সুশৃঙ্খল ও পেশাদার বাহিনীতে পরিণত করেছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংযোজন করা হয়েছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক সরঞ্জাম। বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে জল, স্থল ও আকাশপথে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ হিসেবে সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু এবং মাদক পাচার রোধে সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তাবিধানসহ দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রমেও এ বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন – এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যবৃন্দ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআর-এর বেতারকর্মীরা পিলখানা থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে প্রচার করায় ইপিআর-এর সুবেদার মেজর শওকত আলীসহ তিন জনকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু’জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মান অর্জন করেন। আমি তাঁদের মহান আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিলখানায় এসে দেখেন, পাকিস্তানি বাহিনী সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। জাতির পিতা নিজ হাতে এ বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে এ বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। এ লক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ প্রণয়নসহ ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাহিনীর পুনর্গঠন ও কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নতুন নতুন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও বিওপি স্থাপন করে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে এই বাহিনীর জনবল ৯২ হাজারে উন্নীত করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, বাহিনীর মনোবল ও সাহস বৃদ্ধিতে পেশাগত উৎকর্ষতার কোনো বিকল্প নেই। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ’ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠাসহ চুয়াডাঙ্গায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত আরও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এয়ার উইং সৃজন করে ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই প্রযুক্তির হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে বাহিনীতে যোগ করা হয়েছে অত্যাধুনিক ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র। দুর্গম সীমান্তে টহল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে যুক্ত হয়েছে অল ট্যারেইন ভেহিক্যাল (এটিভি)। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল সংযোজন করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের জল-সীমান্তে এবং মায়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের সাগর উপকূলে মাদক ও মানব পাচারসহ যেকোনো আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বহরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন সিরিজের হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার জলযান ও এয়ার বোট সংযোজন করা হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকায় ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিক্যাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, পার্বত্য সীমান্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য ১০৩৬ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এবং মাদকমুক্ত দেশ ও সমাজ গঠনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, দেশের সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানসহ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও দেশের যেকোনো দুর্যোগকালীন উদ্ধার কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পেশাদারিত্বের নিদর্শন রেখে চলেছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করবেন।

আমি ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস - ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকের এই শুভক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২২৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী একটি সুশৃঙ্খল আধাসামরিক বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর দুইজন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন সদস্যের বীরত্বপূর্ণ খেতাব অর্জন এবং ৮১৭ জন সদস্যের আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে মহিমান্বিত। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ইতিহাস তাই আত্ম-প্রত্যয়, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকতার সাথে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন - ২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই প্রযুক্তির হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে কাঠামোভুক্ত অতি পুরাতন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রের পরিবর্তে তদস্থলে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন সংযোজন করা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে দায়িত্ব পালন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় এ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল। চোরাচালান প্রতিরোধে টহল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যেকোনো দুর্গম রাস্তায় চলাচলে সক্ষম অল ট্যারেইন ভেহিক্যাল (এটিভি) যুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সীমান্ত চিহ্নিত করে ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিক্যাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভারত সীমান্তে নীলডুমুর ও সুন্দরবনের জল সীমান্তে কার্যকরী টহল পরিচালনার পাশাপাশি মায়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে সাগর উপকূলে মাদক ও মানব পাচারসহ যেকোনো আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বহরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার জলযান ও এয়ার বোট সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ও মানব পাচার রোধে টহল ও নজরদারি জোরদার করতে ইউনিট পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি, সীমান্ত সড়ক নির্মাণসহ নানাবিধ উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নিবেদিত প্রাণ ও অকুতোভয় সদস্যগণ দেশের ৪,৪২৭ কিলোমিটার সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানসহ সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই বাহিনী প্রতিনিয়ত অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনা করে স্বর্ণসহ বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পণ্যসামগ্রী জব্দ করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এবং মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও দেশের যেকোনো দুর্যোগকালীন উদ্ধার কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সম্প্রতি দেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বানভাসি মানুষদের উদ্ধার তৎপরতা, অসহায় মানুষের মাঝে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী, শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ এবং জরুরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পেশাদারিত্বের নিদর্শন রেখে চলেছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

আমি আশা করি, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রতিটি সদস্য সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস - ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা এই বাহিনীকে নতুন করে নামকরণের পাশাপাশি এর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের জন্য ব্যাপক কাজ শুরু করেন। দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ ২২৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আজ একটি সুশৃঙ্খল আধাসামরিক বাহিনী। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠসহ মোট ৮১৭ জন সদস্যের বীরোচিত ভূমিকা ও আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আজ দেশের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক।

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অকুতোভয় সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষিত। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বাহিনীর জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, বাহিনী পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ বাহিনীর দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচটি রিজিয়ন সৃজনপূর্বক কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ, জনবল বৃদ্ধি, নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন ও বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান, মাদক ও মানব পাচার রোধে টহল ও নজরদারি জোরদার করতে ইউনিট পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারের এসব উদ্যোগের ফলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাসহ জলে, স্থলে ও আকাশপথে যেকোনো অভিযানিক কার্যক্রমে ব্যাপক সফলতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে।

আমি আশা করি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ বাহিনীর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন। আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত একটি ঐতিহ্যবাহী আধাসামরিক বাহিনী, যার রয়েছে ২২৭ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাফল্যগাঁথা। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ও আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, বাহিনী পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন এবং বাহিনীর সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে অনেক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ প্রণয়ন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই প্রযুক্তির হেলিকপ্টার সংযোজন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকা চিহ্নিত করে ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিক্যাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ সীমান্ত রক্ষার মহান দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে চোরাচালান, নারী-শিশু ও মাদক পাচার প্রতিরোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান ও দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। দেশপ্রেম, সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এই বাহিনী তার সুনাম ও ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান

মহাপরিচালক
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
০৫ পৌষ ১৪২৯
২০ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিকবৃন্দ ও অসামরিক সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবসের এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নির্দেশনায় মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ইপিআর এর বাঙালি সদস্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের বেতারকর্মীরা পিলখানা থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম ও ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ইতিহাসকে করেছেন সমৃদ্ধ ও গৌরবময়। এ বাহিনীর ৮১৭ জন সদস্য জীবন উৎসর্গ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। দেশমাতৃকার বৃহত্তর কল্যাণে এ বাহিনীর যেসকল সদস্য স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই বাহিনীর নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাহিনী পুনর্গঠনের আওতায় ৫টি রিজিয়ন স্থাপন করে কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ, সীমান্তে কার্যকর নজরদারির লক্ষ্যে ৫টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, নতুন ৫টি সেক্টর, ১৫টি ব্যাটালিয়ন ও ১৫০টি বিওপি সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত ৯২২ জন নারী সৈনিকসহ এই বাহিনীতে ৩৪ হাজারের অধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিওপিতে কর্মরত সদস্যদের বাসস্থান সেবা উন্নতকরণ, ভৌত সুবিধা এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা জোরদারসহ বাহিনীর সার্বিক কল্যাণ এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ৭৩টি নতুন আধুনিক কম্পোজিট বিওপি’র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ কর্মরত অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিকবৃন্দ ও অসামরিক কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ, সাতকানিয়ার পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গায় আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত আরও একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই প্রযুক্তির হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে কাঠামোভুক্ত অতি পুরাতন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রের পরিবর্তে তদস্থলে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল ক্রয় করা হয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধে টহল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যেকোনো দুর্গম রাস্তায় চলাচলে সক্ষম অল ট্যারেইন ভেহিক্যাল (এটিভি) ক্রয় ও বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ০২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের জল সীমান্তে এবং মায়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের সাগর উপকূলে কার্যকরী টহল পরিচালনার পাশাপাশি মাদক ও মানব পাচারসহ যেকোনো আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর বহরে বিভিন্ন সিরিজের হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার জলযান এবং অত্যাধুনিক এয়ার বোট সংযোজন করা হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিক্যাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন করা হয়েছে।

দু’শ সাতাশ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ বাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব দিন-রাত পালন করে যাচ্ছে। চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু ও মাদক পাচার রোধ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েনের মাধ্যমে অসামরিক প্রশাসনকে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশবাসীর আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমি আশা করি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তার ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী হয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ
এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

কালের বিবর্তনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

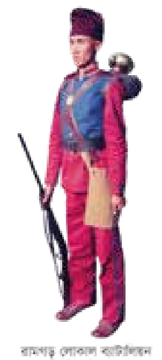

রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন
১৭৯৫-১৮৬০

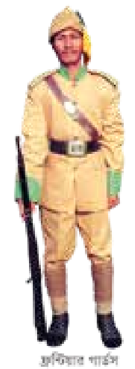

ফ্রন্টিয়ার গার্ডস
১৮৬১-১৮৯০

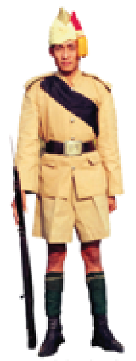

বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ
১৮৯১-১৯১৯

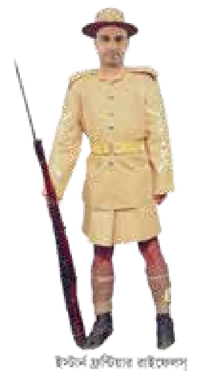

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস
১৯২০-১৯৪৬

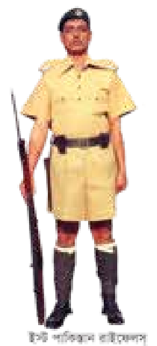

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস
১৯৪৭-১৯৭১

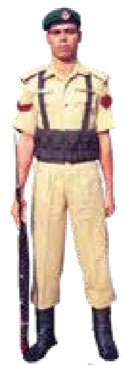

বাংলাদেশ রাইফেলস
১৯৭২-১৯৯৬

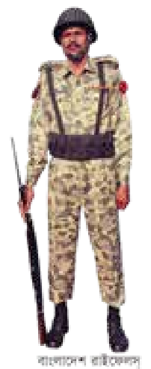

বাংলাদেশ রাইফেলস
১৯৯৭-২০০৯

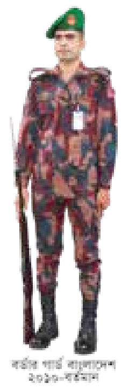

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
২০১০-বর্তমান

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী – বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রতাকার মান রাখিব সমুজ্জ্বল
বিজিবি দিবস-২০২২
২০ ডিসেম্বর

আমাদের অনুপ্রেরণা

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের ০৮ মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার (বর্তমানে মধুখালী) সালামতপুর (বর্তমানে রউফ নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মেহেদি হাসান এবং মাতার নাম মুকিদুন্নেছা। মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৬৩ সালের ০৮ মে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ নিয়োজিত থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটা অংশ এবং তৎকালীন ইপিআরের কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মুন্সী আব্দুর রউফ কোম্পানির মেশিনগানার হিসেবে রাঙামাটির মহালছড়ি নৌপথে প্রহরারত ছিলেন। কোম্পানিটি বুড়িঘাট চিংড়ি খালপাড়ের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ০৮ এপ্রিল শত্রুপক্ষের ২য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি, ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৩টি লঞ্চ নিয়ে প্রতিরক্ষা এলাকায় ঢুকে পড়লে ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর নিজের অবস্থান থেকে একাই শত্রুপক্ষের ২টি লঞ্চ ও ১টি স্পিডবোট পানিতে ডুবিয়ে দেন। ফলে প্রায় ২ প্লাটুন শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। আচমকা শত্রুবাহিনীর মর্টারের গোলার আঘাতে নানিয়ারচরের বাছড়ি নামক স্থানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচরে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ এবং মাতার নাম জিন্নাতুন্নেছা। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৫৯ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এ যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর, যশোরের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর যখন মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা শুরু হয় তখন তিনি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামে স্থাপিত একটি ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর গোয়ালহাটি গ্রামের এক প্রান্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহিদ হন। তিনি দুজন সঙ্গী নিয়ে গোয়ালহাটি গ্রামের অনতিদূরে ছুটিপুর ঘাঁটি টহল দেওয়ার সময় পাকবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁর টহল দলটিকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পাকবাহিনীর গুলিতে সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া গুরুতর আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ হাতে এলএমজি এবং কাঁধে গুরুতর আহত সঙ্গীকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর দুই ইঞ্চি মর্টারের আঘাতে তাঁর হাঁটু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা যেন প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারে সেজন্য মারাত্মক আহত অবস্থায়ও নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি চালাতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর গ্রামে এই বীর যোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের প্রাণের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাফল্য ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য।

বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছে। ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ দমন, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে-কোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিজিবি’র উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও সফলতা নিচে তুলে ধরা হলো :

(ক) সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ। সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সীমান্তে বিজিবি’র আভিযানিক সফলতা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১,২১২ কোটি ০৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭২৭ টাকার চোরাচালানী মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

(খ) মাদক পাচার প্রতিরোধ। বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির যথাযথ বাস্তবায়নকল্পে মাঠ পর্যায়ে বিজিবি’র আভিযানিক কর্মকাণ্ড এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তে বিজিবি’র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ১,২৪,৯৫,২৩১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৭১.৩২০ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৩,০১,৯৭০ বোতল ফেনসিডিল, ৫৭.৯৪৯ কেজি হেরোইন, ১,৬৪,৬৪৬ বোতল বিদেশি মদ, ৩৪,৫৯৭ ক্যান বিয়ার, ৩,৯৩৮.৪০০ লিটার দেশি মদ, ২৫,৯২৩.৬৪০ কেজি গাঁজা, ৫৪,৬৬০টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে এবং মাদকপাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২,৫২৬ জনকে আটক ও ৩,১০০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

(গ) অস্ত্র উদ্ধার। বিজিবি’র অব্যাহত তৎপরতায় ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের মধ্যে রয়েছে ৪২টি পিস্তল, ০৯টি রাইফেল, ০৫টি রিভলবার, ৭২টি সকল প্রকার গান, ৩৩৩ রাউন্ড গুলি, ২৯টি ম্যাগাজিন, ১৪টি ককটেল, ২৫টি মর্টার শেল/আর্টিলারি/রকেটশেল, ৪৫টি সিসা এবং ৬৯৯ কেজি ৪০০ গ্রাম গান পাউডার।

(ঘ) স্বর্ণ উদ্ধার। সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবি’র নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিজিবি’র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ১৮৭.৮২৫ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১২৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৩৪ টাকা। এছাড়া ৬৭ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ৬৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

(ঙ) মানবপাচার প্রতিরোধ। সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবি’র কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে ২৮ জন নারী, ২১ জন শিশু ও ৮২ জন পুরুষকে পাচারের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ জন পাচারকারীকে আটক ও ৩৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

(চ) অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা। দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, যেকোন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ দেশগঠনমূলক বিভিন্ন কাজে বিজিবি’র পেশাদারিত্ব সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও, গত ১ বছরে মোট ৫,৪৩১ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। অধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পাবনার রূপপুরের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে ১ কোম্পানি বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ সারাদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ বিতরণ এবং জনসাধারণের সেবায় এ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

(ছ) বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক (FDMN) সংকট ব্যবস্থাপনা। ২০১৭ সালে আগস্ট মাসে একান্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিজিবি’র এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এছাড়া নতুন করে মায়ানমার নাগরিকদের অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি সার্বক্ষণিক আভিযানিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজিবি’র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ।

বিজিবি’র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

(ক) বিজিবি’র ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা অর্জন। বিজিবিকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সীমান্ত এলাকা নিশ্ছিদ্র নিরাপদ রাখা, অরক্ষিত সীমান্ত ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা নজরদারির আওতায় আনা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করা, জরুরি মুমূর্ষু রোগীদেরকে দ্রুত চিকিৎসা সেবা প্রদান, দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় রসদ সামগ্রী প্রেরণ, দেশের দুর্যোগময় মুহূর্তে জরুরি প্রয়োজনে সৈনিক মোতায়েন, দুর্গম সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সদস্যদের নিরাপদে পৌঁছানো, ত্বরিত অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিজিবি’র সাংগঠনিক কাঠামোতে রাশিয়া হতে ক্রয়কৃত অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। যার ফলে দেশমাতৃকার সীমান্ত এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি “বিজিবি ত্রিমাত্রিক বাহিনী” হিসেবে (জল, স্থল ও আকাশপথে) দায়িত্বপালনে সক্ষম হয়েছে।

(খ) আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন্স সংযোজন। সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে বিজিবি’র কাঠামোভুক্ত অতি পুরাতন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রের পরিবর্তে তদস্থলে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন সংযোজন করা হয়েছে।

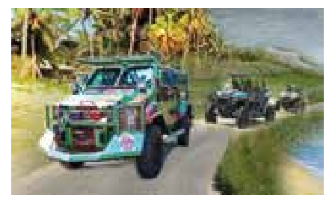

(গ) আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল সংযোজন। বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিজিবি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল সংযোজন করা হয়েছে।

(ঘ) অল ট্যারেইন ভেহিক্যাল (এটিভি) সংযোজন। চোরাচালান প্রতিরোধে টহল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যেকোনো দুর্গম রাস্তায় চলাচলে সক্ষম অল ট্যারেইন ভেহিক্যাল (এটিভি) যুক্ত করা হয়েছে।

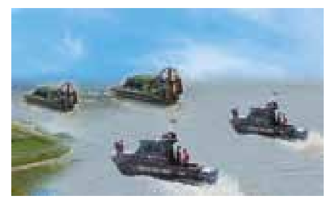

(ঙ) হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার জলযান এবং অত্যাধুনিক এয়ার বোট সংযোজন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের জল সীমান্তে এবং মায়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের সাগর উপকূলে বিজিবি কর্তৃক কার্যকরী টহল পরিচালনার পাশাপাশি মাদক ও মানব পাচার রোধসহ যেকোন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বিজিবি’র বহরে বিভিন্ন সিরিজের স্পিডবোট, হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার বোট, অত্যাধুনিক এয়ার বোট, পেট্রোল বোট, রেসকিউ বোটসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলযান সংযোজন করা হয়েছে।

(চ) রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ। বিজিবিকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাহিনী পুনর্গঠনের আওতায় ৫টি রিজিয়ন স্থাপন করে কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ, সীমান্তে বিজিবি’র কার্যকর নজরদারির লক্ষ্যে ৫টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, নতুন ৫টি সেক্টর, ১৫টি ব্যাটালিয়ন, ১৫০টি বিওপি ও ৩৪টি বিএসপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১’ পরিকল্পনায় আরও ২টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ৩টি সেক্টর সদর দপ্তর, ২১টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ১টি কে-নাইন ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ৫টি রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, ২টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং ১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিবি ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়িত হলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আরো সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

(ছ) আধুনিক কম্পোজিট বিওপি নির্মাণ। সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে বিজিবি’র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিওপিতে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের বাসস্থান সেবা উন্নতকরণ, ভৌত সুবিধা ও সীমান্তে কাঠামোগত নিরাপত্তা জোরদার করাসহ বাহিনীর সার্বিক কল্যাণ এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৩টি আধুনিক কম্পোজিট বিওপি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(জ) বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ। বিজিবি’র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিওপিসমূহের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে। সীমান্তে নজরদারী বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিওপিসমূহে মোটরসাইকেল ও এটিভি সরবরাহ করা হয়েছে এবং চোরাচালানপ্রবণ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে সার্চ লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিক্যাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন করা হয়েছে। বাকী সীমান্তে এই প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরে ভেহিক্যাল ও লাগেজ স্ক্যানার বসানো হয়েছে।

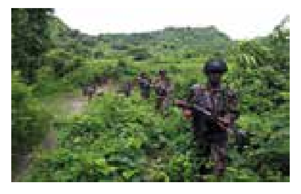

(ঝ) অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা। বিজিবি পুনর্গঠনের রূপরেখা অনুমোদনের পর থেকে ভারত এবং মায়ানমার সীমান্তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাটালিয়ন এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের জলসীমান্তে ০২টি ভাসমান বিওপিসহ মোট ৬২টি বিওপি সৃজনের মাধ্যমে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্তকে নজরদারির আওতায় আনা হবে। এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি’র সক্ষমতা বৃদ্ধি, অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং নজরদারী জোরদার কারার জন্য বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকা কমানোর লক্ষ্যে ২৪২টি নতুন বিওপি সৃজন এবং সীমান্ত হতে অধিক দূরত্বে স্থাপিত ১২৬টি বিওপি সীমান্তের সন্নিকটে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিজিবি’র ডিজিটালাইজেশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে বিজিবি’র দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকে সহজ করা এবং বিজিবি’র বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

(ক) ডিজিটাল মোবাইল রেডিও (DMR) এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ। দৈনন্দিন টহল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি যাবতীয় অন্যান্য কাজে যোগাযোগ রক্ষা করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পূর্বের এনালগ ওয়াকিটকির পরিবর্তে সম্প্রতি বিজিবিতে ডিএমআর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। DMR এর মাধ্যমে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিজিবি’র ০৩টি রিজিয়ন, ০৪টি সেক্টর, ১৬টি ব্যাটালিয়ন ও আরবিজি কোম্পানীতে Capacity Max সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে অধিকতর আস্থা ও নিরাপত্তার সাথে গ্রুপ কল, প্রাইভেট কল, অল কল, ডিসপাস কল, রোমিং, টেক্সট ম্যাসেজ সেন্ড, রিমোট মনিটরিং, লোকেশন ট্র্যাকিং, ভয়েজ রেকর্ডিং করাসহ একযোগে ২৫০টি সাইট ও প্রত্যেক সাইটে ৩,০০০টি সেট সংযোগ করতঃ নিরাপদভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে।

(খ) দুর্গম প্রত্যন্ত স্থাপনাতে VSat Terminal স্থাপন। বাংলাদেশের দুর্গম পার্বত্য এলাকা বাঘাইহাট ব্যাটালিয়ন (৫৪ বিজিবি)-এর কাছালং-২ ও জপুই বিওপি, কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন (৪১ বিজিবি)-এর মাইন্দারছড়া বিওপি, আলীকদম ব্যাটালিয়ন (৫৭ বিজিবি)-এর বুলুপাড়া বিওপি এবং রুমা ব্যাটালিয়ন (৯ বিজিবি)-এর আওতাধীন দোপানীছড়া বিওপি, সুরাহাপাড়া, তালাংছেবপাড়া, বারালিংছড়া, থেগাখাম, ভাতুয়ামপুল, চিনামুন, উল্টাছড়ি বিওপি এবং রাইক্ষ্যংপুকুরপাড়া লজিস্টিকস বেইস ক্যাম্পে ১০টি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে Voice Telephone সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে VSAT প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে কম খরচে দ্রুত টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে। জরুরী প্রয়োজনে অথবা চাহিদা অনুযায়ী ব্যান্ডউইথ বর্ধিত করে ভবিষ্যতে এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভয়েস, ডাটা, ভিডিও এবং ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক সুবিধা দুর্গম প্রত্যন্ত সীমান্তে অবস্থানরত সৈনিকদের মনোবলকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজিবি’র হাসপাতালসমূহে চিকিৎসাসেবার উন্নয়ন।

বিজিবি’র সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসাসেবার উন্নয়নে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকার পাশাপাশি নতুনভাবে আরও ০৪টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সকল হাসপাতালসমূহ সংশ্লিষ্ট রিজিয়নের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন/বিওপিতে কর্মরত বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বেসামরিক জনগণকেও চিকিৎসাসেবা প্রদান করে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকাতে বিজিবি সদস্যদের উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে ক্যাথল্যাব, সিসিইউ, আইসিইউ, কোভিড আইসিইউ, RT PCR, ডায়ালাইসিস সেন্টার, Endoscopy & Colonoscopy, ক্যান্সার সেন্টার এবং ইমারজেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালটি বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। বিজিবি’র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার জন্য ৫টি বিজিবি হাসপাতাল ও সিএমএসডিকে ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার কারণে রোগীর সিরিয়াল প্রদান, ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডিসপেনসারি থেকে ঔষধ সংগ্রহ ইত্যাদি সকল ধাপে সময়ের সাশ্রয় ঘটছে। রোগীর সকল তথ্য ডিজিটাল রেকর্ডে সংরক্ষিত থাকায় খুব সহজে রোগের পূর্ব ইতিহাস জেনে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সর্বোপরি ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে খুব কম সময়ের মধ্যে একজন রোগীকে সুপরিকল্পিতভাবে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যাচ্ছে। এছাড়াও বিজিবি’র চিকিৎসা শাখার অধীন আইপিডি এবং ওপিডি’র তত্ত্বাবধানে বিজিবি’র সকল হাসপাতালকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এনে হসপিটাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HMIS) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে বিজিবিতে ডিজিটাল প্রেসক্রিপসন, টেলিমেডিসিন, অনলাইন রিপোর্ট প্রদান এবং মেডিক্যাল তথ্য সংরক্ষণসহ নানাবিধ কার্যক্রম সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ।

‘নিরাপদ সীমান্তের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ’ এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি’র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ (বিজিটিসিএন্ডসি)-এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২ সালে বিজিবিতে ৭,৮২০ জন, সেনাবাহিনীতে ১২৯ জন, বিমানবাহিনী-তে ২০ জন, নৌবাহিনীতে ২৬ জন এবং আনসার বাহিনীতে ২৩ জনসহ সর্বমোট ৮,০১৮ জন এবং ৯৮তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে পুরুষ ৮০৩ জন, মহিলা ৪৬ জনসহ সর্বমোট ৮৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯৯তম রিক্রুট ব্যাচে ৩৮ জন মহিলা রিক্রুটসহ সর্বমোট ৫৪৯ জন রিক্রুটের মৌলিক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। বিজিবি এয়ার উইং পরিচালনার জন্য ২০১৯ সাল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজিবি সদস্যকে পর্যায়ক্রমে বিমানবাহিনী/আর্মি এভিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভৌগোলিক ও সার্বিক দিক বিবেচনায় বিজিবি’র চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন সংলগ্ন স্থানে ‘বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা’ নামে নতুন আরো একটি ট্রেনিং সেন্টার এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজিবি’র সাফল্য।

বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি’র ১৬টি দলের খেলোয়াড়গণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। গত জানুয়ারি ২০২২ হতে নভেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত বিজিবি’র ১৬টি দল ফেডারেশন ও জাতীয় পর্যায়ে ১৮টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৬২টি স্বর্ণ, ৪৭টি রৌপ্য ও ৫৯টি তাম্র পদক অর্জনসহ দলগতভাবে ০৯টিতে চ্যাম্পিয়ন এবং ০৮টিতে রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৯টি স্বর্ণ, ০৫টি রৌপ্য ও ০৩টি তাম্র পদক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি’র ১৬টি দলের খেলোয়াড়গণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজিবি’র উন্নয়ন।

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ঢাকাসহ সারাদেশে বিজিবি’র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ০৮টি উচ্চ মাধ্যমিকসহ সর্বমোট ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশে ৩৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজিবি পরিবারের সন্তানসহ সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের সন্তানেরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও বিজিবি সদস্যের সন্তানদের ঢাকার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুবিধার্থে পিলখানার পার্শ্ববর্তী হাতিরঘাটে ৫তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস এবং পিলখানার অভ্যন্তরে ৫তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে। এ ছাত্রাবাস দুটিতে বিজিবি সদস্যদের সন্তানেরা স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে।

প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ।

বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) জনবল নিয়োগ। ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ২৩টি রিক্রুট ব্যাচে সৈনিক পদে মোট ৩২,৯৮৭ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে ২,৯৮৯ জনকে বিভিন্ন অসামরিক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি’র ইতিহাসে ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো নারী সৈনিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১৬ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ১২টি নিয়মিত ব্যাচের সাথে সর্বমোট ৯২২ জন নারী সৈনিককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তারা সফলভাবে তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিভিন্ন ইউনিটে যোগদান করে পুরুষ সৈনিকের পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি’র জনবলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’-এর আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন ১৫ হাজার জনবলের প্রাধিকার অনুমোদন করেছেন এবং ধাপ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(খ) সৈনিকদের জীবন মান উন্নয়ন। বর্তমান সরকারের নানামুখী কল্যাণমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য আনয়ন ও যুগোপযোগীকরণের নিমিত্তে বিজিবি সদস্যদের নতুন র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন, অন্যান্য বাহিনীর সাথে পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল সমন্বয় করে জুনিয়র কর্মকর্তা (জেসিও) গণের পদমর্যাদা ৩য় থেকে ২য় শ্রেণীতে; সুবেদারদের বেতন স্কেল ৬ষ্ঠ হতে ৫ম গ্রেডে; নায়েব সুবেদারদের বেতন স্কেল ৮ম হতে ৭ম গ্রেডে এবং হাবিলদারগণের বেতন স্কেল ১৩তম হতে ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, সীমান্ত ভাতা বৃদ্ধি করে মূল বেতনের শতকরা ৩০% হারে উন্নীতকরণ, অগ্রিম বেতনসহ ২ মাসের ছুটি প্রদান, বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য রেশন সুবিধা ৬০% থেকে বৃদ্ধিকরে ১০০%-এ উন্নীতকরণ এবং জ্বালানী ও মসলা ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(গ) আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বিজিবি সদস্যদের আবাসিক এবং অনাবাসিক খাতে সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকাসহ সকল রিজিয়ন/সেক্টর/বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ০৪টি অফিসার্স বাংলো, ০৪টি অফিসার্স মেস, ০৫টি জেসিও’স মেস, ০৪টি জেসিও’স কোয়ার্টার, ২৮টি নতুন সৈনিক ব্যারাক, ০৩টি মহিলা সৈনিক ব্যারাক, ৩৪টি অন্যান্য পদবীর পারিবারিক বাসস্থান, ১০টি অফিস বিল্ডিং, ০৬টি ডাইনিং হল, ০১টি কোয়ার্টার গার্ড, ০১টি ম্যাগাজিন বিল্ডিং, ০১টি এমআই রুম, ১৬টি এমটি গ্যারেজ, ০৪টি মাল্টিপারপাস শেড, ১০টি বিওপি, ০১টি ইন্টেলিজেন্স স্কুল, ০১টি বর্ডার লিয়াজো অফিস ছাড়াও আধুনিক অবজারভেশন টাওয়ার, কাঁটাতারের বেড়া, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল, ফায়ারিং রেঞ্জ, বৈদ্যুতিক লাইন, সাব-স্টেশন, অক্সিডেশন প্ল্যান্ট, অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন, গভীর নলকূপ, ওয়াটার রিজার্ভার এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনসহ সর্বমোট ৩৭৯টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টি জিমসহ) নির্মাণ করা হয়েছে। বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা ২০০৯ এর আওতায় নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৬২ বিজিবি) এর অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিজিবি সদর দপ্তরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্র এবং বিজিবি এয়ার উইং এর জন্য চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ০১টি হ্যাংগার নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঘ) সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম। সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতি (সীপকস) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান বিজিবি পরিবারের মহিলা সদস্যদেরকে বিভিন্ন কারিগরী ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ (দর্জি, সুন্দরসূচী, ব্লক বাটিক, কম্পিউটার ও হস্ত শিল্প) এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করে আসছে। এছাড়াও এই কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে বিজিবি সদস্যের সন্তানদের মেধা বিকাশের উদ্দেশ্যে সামাজিক শিষ্টাচার, চিত্রাংকন, নৃত্য ও সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যা তাদের মাঝে একতার বন্ধন চর্চা, শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় বিজিবি সদস্যদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের ও দীপ্ত সীমান্ত বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান/শিক্ষা ভাতা, অসহায় দুঃস্থ শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ বিজিবি সদস্যদের বিধবা পত্নীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন চলার পথকে সহজ করছে। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় বানভাসি মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতি সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

(ঙ) বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান। বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিজিবি’র নিজস্ব তহবিল হতে হজ্জ পালন, মেয়ের বিবাহ, চিকিৎসা সহায়তা, মহাপরিচালকের বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি, আর্থিক সাহায্য এবং নববিবাহিতদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হচ্ছে।

(চ) বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। গত ২০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিজিবি সদস্যদের জন্য কল্যাণমুখী ‘বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’ গঠন করা হয়। পিলখানায় বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের জন্য ৬তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় বিভিন্ন Income Generating প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। রংপুর রিজিয়ন, রাজশাহী ও কুমিল্লা সেক্টরে ১৫তলা বিশিষ্ট এবং সিলেট সেক্টরে ১০তলা বিশিষ্ট অন্যান্য পদবীর রেজিমেন্টাল পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও যশোর রিজিয়ন ও ময়মনসিংহ সেক্টরে ১৫তলা বিশিষ্ট অন্যান্য পদবীর পারিবারিক বাসস্থান এবং রংপুর রিজিয়নে অসামরিক কর্মচারীদের জন্য ০১টি ফলোয়ার্স কোয়ার্টার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এসকল আবাসিক ভবনে বিজিবি সদস্যগণ অত্যন্ত কম খরচে বসবাস করতে পারছেন।

(ছ) ‘সীমান্ত ব্যাংক’। বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ‘সীমান্ত ব্যাংক’ এর কার্যক্রম ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে বিস্তৃত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকার ধানমন্ডি (প্রিন্সিপাল) শাখা, সাতকানিয়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, যশোরের বেনাপোল, মতিঝিল, কুমিল্লার বিবিরবাজার, কক্সবাজার, টেকনাফ, লালমনিরহাট, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পোর্ট রোড ও চম্পকনগর, কুষ্টিয়ার প্রাগপুর, ময়মনসিংহের ভালুকা, ঢাকার হাজারীবাগ, খুলনা, যশোরের গদখালী, উত্তরা এবং গুলশানে সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ২০টি শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

(জ) ‘দীপ্ত সীমান্ত’ স্কুল। বিজিবি পরিবারের এবং দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও থেরাপির সাহায্যে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিলখানায় ‘দীপ্ত সীমান্ত’ নামে একটি বিশেষায়িত স্কুলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঝ) ‘আলোকিত সীমান্ত’ ও ‘সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত’ প্রকল্প। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত অপরাধ ও বেআইনি কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিজিবি সাধ্যমতো বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তের জনগণের বিকল্প আয়ের জন্য আলোকিত সীমান্ত প্রকল্পের আওতায় সীমান্তবর্তী হতদরিদ্র ও দুস্থদের মাঝে গাভী গরু/ছাগল/সেলাই মেশিন/ইজি বাইক/ইঞ্জিন চালিত ভ্যান/বসতঘর তৈরি/বিতরণ করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এক নজরে ফিরে দেখা- উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

(ক) বিজিবি’র মহাপরিচালক হিসেবে মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ এর যোগদান। মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (Major General Shakil Ahmed, SPP, nswc, afwc, psc) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর নতুন মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিদায়ী মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, বিজিবিএম (বার), এনডিসি, পিএসসি (Major General Md Shafeenul Islam, BGBM (BAR), ndc, psc)-এর নিকট হতে মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

(খ) টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বিজিবি মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা নিবেদন। গত ০৫ মার্চ ২০২২ তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (Major General Shakil Ahmed, SPP, nswc, afwc, psc) গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানে তিনি ফাতেহা শরীফ পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

(গ) বিজিবি সদর দপ্তরে ইফতার মাহফিল। গত ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদর দপ্তরের আয়োজনে পিলখানাস্থ সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবি’র কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে দেশ, জাতি ও বিজিবি’র উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

(ঘ) মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠান-২০২২। গত ২৭ মে ২০২২ তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কক্সবাজার রিজিয়ন কর্তৃক ৯০,৮০,৪৭৭ পিস ইয়াবা, ২৩.৭৫২ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৬,৬৬৭ ক্যান বিয়ার, ১,৩৩৯ বোতল মদ, ১৫৪ বোতল ফেন্সিডিল, ২০৬ লিটার বাংলা মদ, ১৭ কেজি গাঁজা, ৪৮,০১৯ পিস বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট, ১০,৯৮৪ প্যাকেট সিগারেট এবং ০৭ বোতল অ্যামোনিয়াম সালফেট ধ্বংস করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ,এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, কক্সবাজারের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জিওসি ১০ পদাতিক ডিভিশন সহ উচ্চপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(ঙ) বন্যাদুর্গত অসহায় বানভাসি মানুষের পাশে বিজিবি। গত জুন ২০২২ মাসে সিলেট ও সুনামগঞ্জসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলার বন্যাকবলিত বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বানভাসি মানুষদের উদ্ধার তৎপরতা, অসহায় মানুষের মাঝে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি বিতরণ ও জরুরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে পাশে দাঁড়ায় বিজিবি। এছাড়া গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালকের নির্দেশনায় বিজিবি সদর দপ্তর থেকে হেলিকপ্টারযোগে ত্রাণ নিয়ে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার দুর্গম সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় বানভাসি মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয়।

(চ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে চেক হস্তান্তর। গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তাঁর কার্যালয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বিজিবি’র সর্বস্তরের সদস্যদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ ০৩ (তিন) কোটি টাকা এবং বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট থেকে ০৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ০৮ (আট) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

(ছ) ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে দুর্গম সীমান্তে দায়িত্বরত বিজিবি সদস্য ও বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে বিজিবি মহাপরিচালক। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ১০ জুলাই ২০২২ তারিখ (ঈদের দিন) বিজিবি’র সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন সদর ও বন্যাদুর্গত দুর্গম সীমান্তবর্তী ডুলুরা বিওপি পরিদর্শন করেন এবং ডুলুরা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০টি অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদের উপহার সামগ্রী হিসেবে গরুর মাংস, পোলাও চাল, সেমাই, চিনি, কিশমিশ, বাদাম ও মসলা এবং ত্রাণসামগ্রী হিসেবে চাল, ডাল, তেল, লবণ এবং বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করেন। পরিবার-পরিজনদের সাথে ঈদ উদযাপনের আনন্দ উৎসর্গ করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষার সুমহান দায়িত্বে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের মনোবল দৃঢ়িকরণ এবং তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশলাদি বিনিময়ের জন্য বিজিবি মহাপরিচালক ঈদের দিনে সুনামগঞ্জের দুর্গম সীমান্তবর্তী ডুলুরা বিওপি পরিদর্শন করেন।

52nd DG LEVEL BORDER CONFERENCE-2022, DHAKA

(জ) মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫২তম সীমান্ত সম্মেলন গত ১৭-২১ জুলাই ২০২২ তারিখ ঢাকার পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (Major General Shakil Ahmed, SPP, nswc, afwc, psc) এর নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ নদী কমিশন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ২০ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং, আইপিএস (Shri Pankaj Kumar Singh, IPS) এর নেতৃত্বে ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ ০৯ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সীমান্ত সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এছাড়া গত ২৩-২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মায়ানমারের রাজধানী নেপিডো-তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং মায়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)-এর মধ্যে সিনিয়র পর্যায়ে ০৫ দিনব্যাপী ৮ম সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (Major General Shakil Ahmed, SPP, nswc, afwc, psc)-এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে, ডেপুটি চিফ অব মায়ানমার পুলিশ ফোর্স-এর পুলিশ মেজর জেনারেল অং নেইং থু (Police Major General Aung Naing Thu)-এর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের মায়ানমার প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সীমান্ত সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

(ঝ) বিজিবি’র বৃক্ষরোপণ ও মৎস্যপোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি। ‘বঙ্গবন্ধুর পথে হাঁটি, বৃক্ষ ছায়ায় বাংলার মাটি’ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানার বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের পূর্ব পার্শ্বের মাঠে একটি বটবৃক্ষের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ স্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ এর সফল বাস্তবায়নে গত ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালক পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফ হল সংলগ্ন পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করে বিজিবি’র মৎস্যপোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

(ঞ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ৯৮তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বায়তুল ইজ্জতে অবস্থিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ঐতিহ্যবাহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ (বিজিটিসিএন্ডসি)-এর বীর উত্তম মজিবুর রহমান প্যারেড গ্রাউন্ডে এবং চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর প্রশিক্ষণ মাঠে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ৯৮তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি বিজিটিসিএন্ডসি’তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবীন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো: আখতার হোসেন এবং বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(ট) বিজিবি-বিএসএফ জয়েন্ট রিট্রিট প্যারেডের দর্শক গ্যালারি উদ্বোধন। গত ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্টে বিজিবি কর্তৃক নবনির্মিত রিট্রিট প্যারেডের দর্শক গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য গ্যালারী চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও বিএসএফ কর্তৃক জমকালো যৌথ রিট্রিট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং পঞ্চগড়-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মাজহারুল হক প্রধান, বিজিবি ও বিএসএফের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্থান হতে আগত উভয় দেশের পর্যটকগণ উপস্থিত ছিলেন।

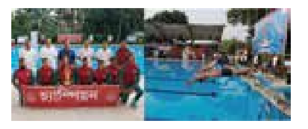

(ঠ) বিজিবি সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২২। গত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিজিবি’র ঢাকা সেক্টরের ব্যবস্থাপনায় পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরের সুইমিং কমপ্লেক্সে বিজিবি সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজিবি’র সকল রিজিয়ন এবং সেক্টর হতে মোট ০৭টি সাঁতার দল অংশগ্রহণ করে। এতে ১০টি ব্যক্তিগত এবং ০২টি দলগত ইভেন্টসহ মোট ১২টি ইভেন্টে ২৩ জন নবীন ও ১০৯ জন প্রবীণসহ সর্বমোট ১৩২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ০৩টি স্বর্ণ ও ০৩টি রৌপ্য পদক পেয়ে ঢাকা সেক্টর চ্যাম্পিয়ন এবং ০২টি স্বর্ণ, ০৫টি রৌপ্য ও ০৪টি তাম্র পদক পেয়ে কক্সবাজার রিজিয়ন রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(ড) বিজিবি ফায়ারিং প্রতিযোগিতা-২০২২ অনুষ্ঠিত। গত ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সকল স্তরের সৈনিকদের ফায়ারিং এর মানোন্নয়ন তথা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিবি’র সেক্টর সদর দপ্তর, কুমিল্লার ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জে ‘বিজিবি ফায়ারিং প্রতিযোগিতা- ২০২২’ অনুষ্ঠিত হয়। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার চূড়ান্তপর্ব উপভোগ করেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

(ঢ) ‘অ্যাডহক বর্ডার গার্ড স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স (বিজিএসআই)’ প্রতিষ্ঠা। বাহিনীর গোয়েন্দা কার্যক্রমে পেশাদারিত্ব আনয়নে ‘বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো’র তত্ত্বাবধানে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরি হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি কুমিল্লা সেক্টরের সহাবস্থানে নির্মিত ‘অ্যাডহক বর্ডার গার্ড স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স’ এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন।

(ণ) বিজিবি মহাপরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন ইউনিটের অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিদর্শন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বিজিবি’র বিভিন্ন ইউনিটের অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিজিবি’র ৫টি রিজিয়নের ১৬টি সেক্টরের অধীন বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন সদর এবং দুর্গম বিওপি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন বিজিবি মহাপরিচালক সকল স্তরের বিজিবি সদস্যদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং অপারেশনাল ও প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী – বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়